কালের কণ্ঠ

15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

# তিন মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ

## শিক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট করবেন না

পরিচালনার নীতিমালা ভঙ্গ করায় দেশের তিনটি মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে আরো চারটি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই এসব মেডিক্যাল কলেজ পরিচালিত হয়ে আসছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ আছে, নীতিমালার অনেক শর্তও তারা পূরণ করেনি। কিছু শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে। যে হাসপাতালগুলো সেখানে চালানো হচ্ছিল, সেগুলোর প্রয়োজনীয় অনুমোদনও ছিল না। শিক্ষার্থীদের যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল, তা অপর্যাপ্ত তো বটেই, মানসম্মত নয়। এসব মেডিক্যাল কলেজে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই বলেও অভিযোগ রয়েছে। আবার কলেজগুলোর নামে ব্যাংকে রাখা স্থায়ী আমানত তুলে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে অনেক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নতুন নয়। যে তিনটি মেডিক্যাল কলেজ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানও নতুন করে অনিয়ম করছে না। দিনের পর দিন এসব অনিয়ম চলে আসছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠানকে কি আগে থেকে সতর্ক করা হয়েছে? এসব মেডিক্যাল কলেজ সরকারের অনুমতি নিয়েই যখন কার্যক্রম শুরু করেছে তখন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থাকা প্রয়োজন ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কি করা হয়েছে? শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের কোনো নির্দেশ সরকারের পক্ষ থেকে কি দেওয়া হয়েছে? তাহলে হঠাৎ সাময়িক বন্ধের ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া কেন?

যে তিনটি মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। যার প্রতিফলন এরই মধ্যে দেখা গেছে আগুলিয়ার নাইটিংগেল মেডিক্যাল কলেজে। কলেজের এক কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করে রাখার খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। ক্যাম্পাস বন্ধের ঘোষণায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। যদিও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, শর্ত পূরণ সাপেক্ষে বন্ধ মেডিক্যাল কলেজ খোলার আগ পর্যন্ত কাছাকাছি কোনো মেডিক্যাল কলেজে অস্থায়ী মাইগ্রেশন করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়া মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকরাই সেখানে ক্লাস নেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ধারণক্ষমতা ও অবকাঠামোর। এমনিতেই আমাদের দেশে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুবিধা খুব প্রশস্ত নয়। এ অবস্থায় কয়টি মেডিক্যাল কলেজ এমন বাড়তি চাপ নিতে পারবে?

শিক্ষার মান ঠিক রাখতে সরকার যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারকে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা আশা করব, এই তিনটি শুধু নয়, ভবিষ্যতে কোনো বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আগে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মাইগ্রেশনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে কোনো শিক্ষার্থীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।